তারিখ ... 18 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

ভোরের কাগজ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনপি-জামাতের লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে : হাসিনা

বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা —ভোরের কাগজ

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি দেশের সবচেয়ে বড়ো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের মূল হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। সে কারণেই আওয়ামী লীগ শিক্ষা খাতে ব্যাপক হারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এ সরকার শিক্ষা খাতকেও দলীয়করণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ এলার্জিতে ভোগেন বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেও এ মানসিকতার লোকদের সরানো হচ্ছে। পদ না থাকলেও বিএনপি-জামাতের লোকদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করছে এ সরকার।

● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

শিক্ষা খাতকেও দলীয়করণ করেছে

● শেষের পাতার পর

গতকাল বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা। এ সময় বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, উপদেষ্টা তোফাজ্জল হোসেন বাবু, সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুনছুর আলী বক্তব্য রাখেন। সাক্ষাৎ সভা পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, মুকুল বোস, আবদুল মান্নান খান, বিএম মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর অশান্ত দেশের সকল মানুষকে গ্রাস করেছে। তাই কাউকে জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই কেমন আছেন। কেননা সকলেই সমস্যায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। তিনি বলেন, এ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য দলীয়করণ করে চলেছে। জনগণ যখন এ সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছে তখন সব জায়গায় নিজেদের লোক বসিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে। বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ হলেও এ সরকার তা মানে না। তারা গণতন্ত্রে নয় পেশিশক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর দিন থেকে বর্তমান পে-স্কেল কার্যকরের দাবি জানান আবারো।

প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্র্যাজুয়েট হওয়া বাধ্যতামূলক শীর্ষক এক পত্রিপত্রের রেশ ধরে শেখ হাসিনা উপস্থিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে বলেন, আপনারা সরকারের কাছে দাবি জানান, এমপি অথবা মন্ত্রী হতে হলে অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। তিনি বলেন, অশিক্ষিত লোক যদি দেশ চালায় তাহলে শিক্ষকদের মূল্যায়ন হবে কীভাবে? অথচ আওয়ামী লীগ আমলে কোনো আন্দোলন ছাড়াই শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে যে শিক্ষানীতি করা হয়েছিল এ সরকার তা বাতিল করে যে কমিশন করেছে সে রিপোর্টে তো পরিবর্তন আনতে পারেননি। কেননা আমরা যথার্থ নীতিগ্রহণ করেছিলাম। তিনি বলেন, এ সরকারের চরিত্র মিথ্যাবাদীর চরিত্র। সে কারণে তারা ইতিহাস বিকৃতি করছে, মিথ্যাচারে ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীতে থেকে বাঙালিদের নির্বিচারে অত্যাচার করলেও তা আড়াল করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তখন জিয়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তিনি তাকে অপমান করেন। আজ জিয়া ও বিএনপির জন্য তার দরদ উথলে উঠেছে।

এলজিআরডিমন্ত্রী মান্নান ভুঁইয়া ও আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের হরতালবিরোধী কথার সূত্র ধরে শেখ হাসিনা বলেন, এখন হরতালের বিরুদ্ধে কথা বললেও মান্নান ভুঁইয়া হরতালের পক্ষে মামলা করেছিলেন, আর মওদুদ তাতে ওকালতি করেছিলেন।

টিএসসিতে বোমা হামলার কথা বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এতো র‍্যাব এতো গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ-বিডিআর থাকতে সেখানে বোমা ফাটলো কী করে? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গভীর পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, এ সরকার কোনো গ্রেনেড হামলারই সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না করে নানা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে আওয়ামী লীগকে দোষ দিচ্ছে। শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল দাবি ও আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর বলেন, এ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতিকূলে কাজ করছে। সে জন্য সকলকে সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেন, সংবিধান যেখানে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

তোফাজ্জল হোসেন বলেন, শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি রক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন শেখ হাসিনা।

গোলাম মোহাম্মদ বলেন, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করছে এ সরকার।

মুহাম্মদ মুনছুর আলী বলেন, পেশাজীবীদের সঙ্গে থানায় থানায় মিটিং করে সরকারবিরোধী জনমত তৈরি করা যেতে পারে।

বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ : এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একই স্থানে শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ। এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী, সদস্য সচিব আজিজুল হাকিম ডেভিড, ড. নজরুল ইসলাম, এস এম বাবীরুজ্জামান, নিখিল গুহ, স্থপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা ইয়াফেস ওসমানের নেতৃত্বে এ সাক্ষাৎকালে নেতৃবৃন্দ বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যার কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনার কাছে। তিনি ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শোনার পাশাপাশি আগামীতে ক্ষমতায় গেলে সকল বিষয়ে সুরাহার আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে সরকারি অনাচার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপিসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রিয়া শাখা আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষাৎ : এছাড়া গত বুধবার শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল হাসেম ও অস্ট্রিয়া শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ জনতার অধিকার আদায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখা নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ সময় কৃষক লীগের সভাপতি মীর্জা আবদুল জলিল, সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন মোল্লা, সদস্য শেখ বজলুর রহমান ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ নেতা রেজাউর রহমান জানু উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক নেতাদের সাক্ষাৎ

এদিকে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যায় শেখ হাসিনার সঙ্গে তার ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ র‍্যাবের বর্বর নির্যাতনের কাহিনী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতির সর্বজনাব হাসান ইমাম, কাজী আলীমুদ্দিন, মোঃ মিজানুর রহমান মিজান, হাজি আবুল কালাম, আবদুস সালাম, আবু সাইদ, মোঃ শহিদুল্লাহ সদু, আবদুস সালাম, নুরুল আমিন নুরু এবং র‍্যাব কর্তৃক নির্যাতিত মোঃ ফারুক, মতিন খান, ইসমাইল হোসেন বাচ্চু, স্বপন চৌধুরী প্রমুখ।